বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

www.nctb.gov.bd

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রধান উপদেষ্টা
প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

উপদেষ্টা
প্রফেসর মো. ফরহাদুল ইসলাম, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), এনসিটিবি
জনাব মির্জা তারিক হিকমত, সদস্য (অর্থ), এনসিটিবি
প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান, সদস্য (শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি

সম্পাদক
প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম
সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সম্পাদনা সহযোগী
শাহ মুহাম্মদ ফিরোজ আল ফেরদৌস, উপসচিব (প্রশাসন), এনসিটিবি
জনাব মো. জাকির হোসাইন, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি
জনাব মো. আনিছুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি

প্রচ্ছদ
সুজাউল আবেদীন
আর্টিস্ট-কাম-ডিজাইনার, এনসিটিবি

কম্পোজ
জনাব মো. আবু সাঈদ সজিব, কম্পিউটার অপারেটর, এনসিটিবি
জনাব মো. নাজমুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, এনসিটিবি

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০১৯

মুদ্রণ
....

মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে দেশের শিক্ষাখাতের প্রসার ও মানোন্নয়নে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬৪৩টি পাঠ্যপুস্তক ও সম্পূরক পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হচ্ছে। ২০১০ হতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ২৯৬ কোটি ০৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৭২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানোসহ ২০১৮ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল টেক্সটবুক (IDT) প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে এমডিজি’র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতা লাভ করেছি এবং এসডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি এমপি

মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আধুনিক, সৃজনশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে। পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সমতা এবং বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ৫টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তকসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বোর্ড এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি

সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বায়নের এ যুগে একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর, সংস্থা Sustainable Development Goals (SDG-2030) অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আধুনিক বিশ্বের চাহিদানুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিন ৩৬ কোটির বেশি বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়ছে তেমনি শিক্ষার্থীদের ফলাফলও ভালো হচ্ছে। এ মহান কর্মযজ্ঞে এনসিটিবি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে ।

এনসিটিবি ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অতীত গৌরবের ধারাবাহিকতায় আগামী দিনেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখাসহ উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখবে।

সোহরাব

মোঃ সোহরাব হোসাইন

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা -১০০০

বাণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় চাহিদা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়ন করেছে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সকল পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও আধুনিকায়ন করেছে। পরিবর্তিত বিশ্বের চাহিদা মোতাবেক দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, Sustainable Development Goals (SDG)- ২০৩০ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ২৯৬ কোটি ০৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৭২ কপি পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করতে পাঠ্যপুস্তকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনী, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে। Inter active Digital Textbook (IDT)- এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করে এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ০৫টি ভাষায় (চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জন করতে পারছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক এবং এ কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং একই সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা

সচিব
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা -১০০০

সম্পাদকীয়

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সরকার কর্তৃক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হলে এতে চেয়ারম্যান মহোদয় সদয় সম্মতি প্রদান করেন। কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিবেদনটি প্রকাশে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কর্মকাণ্ড, দায়িত্ব, সাফল্য এবং বিশেষ করে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., মাননীয় সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা সদয় বাণী দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জাগ্রত করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যাঁরা জড়িত তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বোর্ডের পরিচিতি	১
২.	বোর্ডের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো	২
৩.	বোর্ডের কার্যাবলি ও উইংভিত্তিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩-৪
৪.	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া	৪
৫.	বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যার বিবরণ	৪
৬.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বোর্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	৫-৬
৭.	বোর্ডের অর্থায়ন ও সম্পদের বিবরণ	৬
৮.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ	৭
৯.	উপসংহার	৮
১০.	বোর্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কার্যক্রমের আলোকচিত্র	৯-১১

১. বোর্ডের পরিচিতি

বাংলাদেশের মানসম্মত শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ স্কুল টেক্সটবুক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে 'ইস্ট পাকিস্তান টেকস্টবুক বোর্ড' নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬, ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সনে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্নভাবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৮৩ সনে National Curriculum and Textbook Board Ordinance 1983, (Ordinance No. LVII of 1983) এর মাধ্যমে 'বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড' ও 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র'কে একীভূতকরণের মাধ্যমে বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য Ordinance 1983, ছাড়াও ১৯৮৪ সনে প্রণীত Revised Charter of Duties ও ১৯৯২ সনে গৃহীত কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৯১ অনুসরণ করা হয়। ২০১৮ সালে উপর্যুক্ত Ordinance 1983 রহিতক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন) প্রণীত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী বোর্ডে কারিগরি শিক্ষাক্রম, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাক্রম গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নামে ০৪টি নতুন উইং গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের কারিগরি, মাদ্রাসাসহ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং এর আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও অন্যান্য শিখন-শেখানো উপকরণ উন্নয়ন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

২. এনসিটিবি'র প্রশাসনিক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও জনবলের তথ্য :

২.১ বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠানে ৪ টি উইং যথাক্রমে শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অর্থ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ৪ জন সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়। তাছাড়া একজন সচিব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন। এনসি-টিবি'র মোট জনবলের সংখ্যা ৩১১ জন এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির মোট পদ ৭৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণির মোট পদ ২৯টি, তৃতীয় শ্রেণির মোট পদ ১০৯টি ও চতুর্থ শ্রেণির মোট পদ ৯৬টি। বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ৭৪ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ১৩জন, তৃতীয় শ্রেণির ৫৯ জন ও চতুর্থ শ্রেণির ৬৪ জন সহ মোট ২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বোর্ডে কর্মরত রয়েছেন। বিভিন্ন গ্রেডে বোর্ডে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১০১ জন। তাছাড়া সেসিপ প্রকল্পের ২০ জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (PEDP-4) ৪ জন কর্মকর্তা সংযুক্ত হিসেবে বোর্ডে কাজ করছেন।

২.২ বোর্ডের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

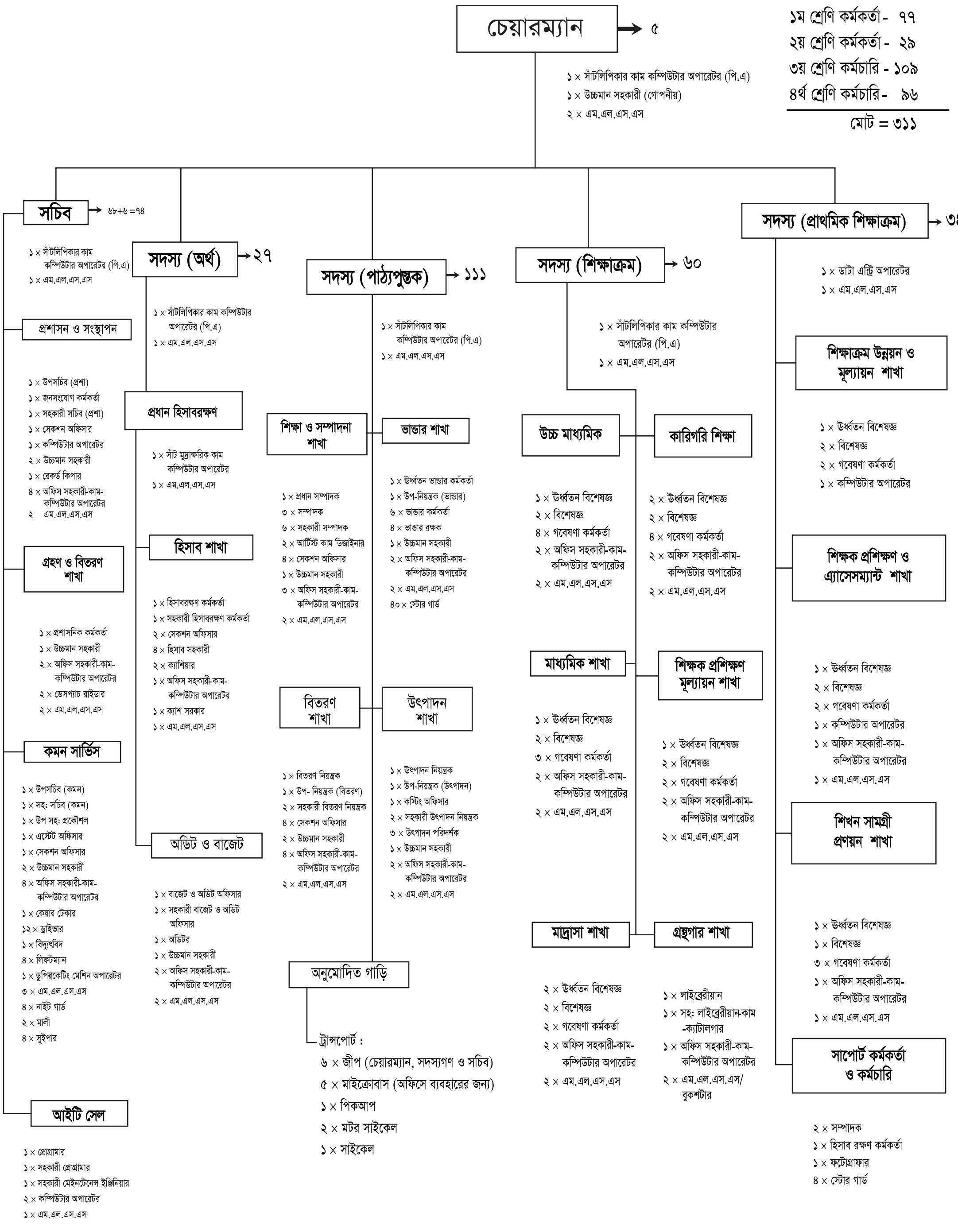

৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন-২০১৮ অনুযায়ী কার্যাবলি

(ক) প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন, উন্নয়ন, নবায়ন, নিরীক্ষণ এবং সংস্কার
(খ) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা যাচাই এবং বাস্ত অবস্থা নিরিখে চাহিদা নিরূপণ ও মূল্যায়ন
(গ) পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন
(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও প্রকাশ
(ঙ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ০৫ (পাঁচ)টি মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ
(চ) ডিজিটাল ও মিথস্ক্রিয় পুস্তক প্রণয়ন ও অনুমোদন
(ছ) পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিতরণ এবং বিপণন
(জ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত শ্রেণি ও স্তরসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
(ঝ) পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী, পুরস্কার পুস্তক ও রেফারেন্স পুস্তক অনুমাদন
(ঞ) দান-অনুদানের মাধ্যমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, এবং সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিতকরণ
(ট) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
(ঠ) সদাশয় সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন

৪. বোর্ডের বিভিন্ন উইং এর বিবরণ

৪.১ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং : প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জনসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিখন-সামগ্রী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১জন সদস্যের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উইং এর ৪টি শাখা যথাক্রমে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন শাখা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও এসেসমেন্ট শাখা, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন শাখা ও সাপোর্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারি। এই উইং এ উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক, গবেষণা কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ মোট জনবলের সংখ্যা ২২ জন।

৪.২ শিক্ষাক্রম উইং : শিক্ষাক্রম উইং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জনসহ শিক্ষক মূল্যায়নের সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই উইং এর অধীনে বোর্ডের লাইব্রেরী রয়েছে। একজন সদস্যের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষাক্রম উইং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উইং এর ৬টি শাখা যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা, মাধ্যমিক শাখা, মাদ্রাসা শাখা, কারিগরি শাখা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শাখা ও গ্রন্থাগার। উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ,বিশেষজ্ঞ, গবেষণা কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ এই উইং এর মোট জনবলের সংখ্যা ৪২ জন।

৪.৩ পাঠ্যপুস্তক উইং : পাঠ্যপুস্তক উইং এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ও ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন, উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন ও অনুমোদনের দায়িত্বও পাঠ্যপুস্তক উইং পালন করে। একজন সদস্যের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক উইং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উইং এর ৪টি শাখা যথাক্রমে শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখা, উৎপাদন শাখা, বিতরণ শাখা ও ভান্ডার শাখা। প্রধান সম্পাদক, বিতরণ নিয়ন্ত্রক, উৎপাদন নিয়ন্ত্রক, উর্ধ্বতন ভান্ডার কর্মকর্তা, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ এই উইং এর মোট জনবলের সংখ্যা ৫১ জন।

৪.৪ অর্থ উইং : অর্থ উইং একজন সদস্যের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বোর্ডের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, অডিট নিষ্পত্তিসহ হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উইং এর ২টি শাখা যথাক্রমে হিসাব শাখা এবং অডিট ও বাজেট শাখা। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাজেট ও অডিট অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ এই উইং এর মোট জনবলের সংখ্যা মোট ২১ জন।

৪.৫ প্রশাসন উইং : প্রশাসন উইং বোর্ডের সচিব এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক, বোর্ড সভা ও অন্যান্য উইং এর সহায়তা করার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন উইং এর সাথে সমন্বয়পূর্বক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য উপকরণের ক্রয় ও সংগ্রহের কার্যক্রমও প্রশাসন উইং পরিচালনা করে। এই উইং এর ৪টি শাখা যথাক্রমে প্রশাসন ও সংস্থাপন, গ্রহণ ও বিতরণ, কমন সার্ভিস ও আইটি সেল। উপ-সচিব, প্রোগ্রামার, সহকারী সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ এই উইং এর মোট জনবলের সংখ্যা ৬৪ জন।

২০১৮ সালে Ordinance ১৯৮৩ রহিতক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন) প্রণীত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী বোর্ডে কারিগরি শিক্ষাক্রম, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাক্রম গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নামে ০৪টি নতুন উইং গঠন করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হবে।

৫. এনসিটিবি কর্তৃক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া:

রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং চলমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নবায়ন যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি সঞ্চারের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে এ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকে। এই পটভূমিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম উইং ধারাবাহিকভাবে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিমার্জনের জন্য ১জন বহিরাগত বিষয় বিশেষজ্ঞ আহ্বায়ক হিসেবে কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটিতে ২জন শ্রেণি শিক্ষক ১জন প্যাডাগগ, ১জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, ১জন বহিরাগত আইসিটি বিশেষজ্ঞ ও এনসিটিবি'র ১জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও পরিমার্জিত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট National Curriculum Coordination Committee (NCCC) -তে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	স্তর	বাংলা ভার্সন সংখ্যা	ইংরেজি ভার্সন সংখ্যা	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
১	প্রাক-প্রাথমিক	২	০	০২	
২	প্রাথমিক	৩৩	২৩	৫৬	
৩	ইবতেদায়ি	২১	১৫ (আরবি)	৩৬	ইংরেজি ভার্সন হয় না
৪	মাধ্যমিক	১০২	৬৫	১৬৭	
৫	দাখিল	৫৩	১৮ (আরবি)	৭১	ইংরেজি ভার্সন হয় না
৬	ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক			১১১	
	প্রাক-প্রাথমিক	১	০		ইংরেজি ভার্সন হয় না
	প্রাথমিক	৩৩	০		
	মাধ্যমিক	৭৭	০		
৭	ভোকেশনাল			৭০	ইংরেজি ভার্সন হয় না
	মাধ্যমিক স্তরের	৯	০		
	নিজস্ব সিলেবাস	৬১	০		
৮	শিক্ষক সংস্করণ				
	প্রাথমিক	৬১	০	৬১	ইংরেজি ভার্সন হয় না
	মাধ্যমিক	৫৬	০	৫৬	
৯	একাদশ-দ্বাদশ	১১	০	১১	
১০	মাধ্যমিক স্তরের সম্পূরক কৃষিশিক্ষা	০২	০	০২	
			সর্বমোট =	৬৪৩	

৭. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বোর্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

৭.১ ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, এসএসসি ভোকেশনাল, কারিগরি ও মাধ্যমিক স্তরের ৪,২৬,১৯,৮৬৫ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে ৩৫,২১,৯৭,৮৮২ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও জেলা/উপজেলায় সরবরাহ করা হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ	স্তরের নাম	শিক্ষাথীর সংখ্যা	বিষয় সংখ্যা	সরবরাহকৃত পুস্তক সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৯	প্রাথমিক	৩৪,২৮,০১০	২	৬৮,৫৬,০২০	
	প্রাক-প্রাথমিক	২,০৩,৭৭,০০১	৩৩	৯,৮৮,৮২,৮৯৯	
	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা (MLE) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক	৯৮,১৪৪	৮	২,৭৬,৭৮৪	
	ইবতেদায়ি	৩১,৫১,৯৮৪	৩৬	২,২৫,৩১,২৮৩	
	দাখিল	২৫,৯৯,১৪৮	৩৯	৩,৭৯,৫৮,৫৩৪	
	মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)	১,২৪,০৭,৬০৮	১০১	১৮,০০,৫৩,১২২	
	মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)	৭৬,৮০০	১০১	১২,৪৭,৮২৬	
	কারিগরি	২,৩১,৩১৩	৬১	১২,৩৫,৯৪৮	
	এসএসসি ভোকেশনাল	২,৩৯,০১২	১৯	২৮,৮১,৪৭৩	
	দাখিল ভোকেশনাল	১০,০৯৫	১৭	১,৪৩,৮৭৫	
	ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	৭৫০	১১০	৫,৮৫৭	
	সম্পূরক কৃষি শিক্ষা (৬ষ্ঠ-৯ম)		২	১,২৪,২৬১	
	মোট	৪,২৬,১৯,৮৬৫	৫২৯	৩৫,২১,৯৭,৮৮২	
	সর্বমোট (২০১০ থেকে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ)			২৯৬,০৭,৮৯,১৭২	

৭.২ ২০১৭ হতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্রেইল পদ্ধতির ২৩ হাজার ৯৬৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৩ ২০১৭ হতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের (১ম-২য় শ্রেণি) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা ও সাদরি) শিক্ষার্থীদের মাঝে ৫ লক্ষ ৩ হাজার ৩৪২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৪ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম তিনটি শ্রেণির জন্য ৫টি কোর বিষয়ের ১৫টি পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নিদের্শিকা প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কপি সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে।

৭.৫ নবম-দশম শ্রেণির ১২টি পাঠ্যপুস্তকের পাঠ সহজীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে ০৪টি পাঠ্যপুস্তক চার রং এ মুদ্রণ করা হয়েছে।

৭.৬ মাধ্যমিক স্তরের ৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (টিসিজি) এর বিস্তরণের জন্য ১৪৫ জন কোর-ট্রেইনার এবং ৪৩১৬ জন মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনারগণ সারা দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

৭.৭ Pre-Vocational and Vocational কোর্স চালুকরণের বিষয়ে চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

৭.৮ জাতীয় শিক্ষাক্রম নীতি কাঠামো (National Curriculum Policy Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৯ মনিটরিং ও মেনটরিং এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.১০ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার ৪টি পাঠ্যপুস্তকের (শিশুর বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা এবং পারিবারিক জীবন, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ) পাণ্ডুলিপি তৈরি ও প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়নকৃত নতুন পাঠ্যপুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করছে।

৭.১১ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দাপ্তরিক শিষ্টাচার, চাকুরি বিধিমালা, সুশাসন, ই-জিপি, ইনোভেশন এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.১২ ই-নথি প্রশিক্ষণ

সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনার উপর কয়েকটি ব্যাচে বিভক্ত করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.১৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বোর্ডের ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শ্রীলংকা ও মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত Training on Curriculum & Textbook Board Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

৭.১৪ কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে কৃষিকাজের গুরুত্ব উপলব্ধি ও শিক্ষার্থীদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৯৫ কপি সম্পূরক কৃষিশিক্ষা পুস্তক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৮. বোর্ডের অর্থায়ন ও সম্পদের বিবরণ

৮.১ বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থায়নে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সরবরাহ করে। এ সকল পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজের জন্য আদায়কৃত সার্ভিস চার্জসহ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের ফি দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

৮.২ ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলে ১২ ও ৭ তলা বিশিষ্ট সংযুক্ত ২টি ভবনে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ১টি ও টঙ্গীতে ১টি গোডাউনসহ স্টাফ কোয়ার্টার, ওয়ারীতে ০১টি ২ তলা ভবন ও ৩টি ৫ তলা স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট হিসেবে ৩.১৫ একর জমি বোর্ডের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যাতায়াতের জন্য মোট ২০টি যানবাহন রয়েছে এর মধ্যে ৭টি অকেজো, ২টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও ১১টি চলমান রয়েছে।

৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

৯.১ বিভিন্ন কোড নম্বরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয়ের যোগফল

ক্র:নং	কোড নং	খাতের নাম	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট
১	১৩১১১	অনুদান; বাজেট সহায়তা (বই পুস্তক মুঞ্জুরী)	৭,৬০,০০,০০,০০০
২	১৪	অন্যান্য রাজস্ব আয়	৮২,০০,০০,০০০
৩	১৪২১১	প্রশাসনিক ফি (আদায়)	২,১০,৫১,০০০
৪	১৪৩১১	জরিমানা, দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ	৪৭,০০,০০০
৫	২১১	স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	২০,০০,০০০
৬	১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	১০,০০,০০০
৭	১৪১১২০২	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে প্রদত্ত ঋণের সুদ ও অগ্রিম আদায়	১,২৩,২৪,০০০
৮	৮১৭২	বিবিধ অন্যান্য প্রদেয় হিসাব	৫৭,১৫,০০০
		মোট	৮,৪৬,৬৭,৯০,০০০

বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে সর্বমোট আয় ৮,৪৬,৬৭,৯০,০০০ টাকা

৯.২ বিভিন্ন কোড নম্বরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ব্যয়ের যোগফল

ক্র:নং	**কোড নং**	**খাতের নাম**	**২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট**
১	৩১১১১	কর্মকর্তাদের বেতন	৬,৫০,০০,০০০.০০
২	৩১১১২	কর্মচারিদের বেতন	৪,০০,০০,০০০.০০
৩	৩১১১৩	ভাতাদি	৯,২৬,৯০,০০০.০০
৪	৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	২০,১১,৫০,০০০.০০
৫	৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ	১,৬৯,০০,০০০.০০
৬	৩৬২১৫	ভবিষ্য তহবিলের সুদ	৫০,০০,০০০.০০
৭	৩৫১১৩	অন্যান্য ভর্তুকি	১,২৫,০০,০০০.০০
	৩৬৩১১	সাধারণ অনুদান	২৫,০০,০০০.০০
৮	৩৭২১১	নগদ সামাজিক সহায়তা	৪৮,০০,০০০.০০
৯	৩৮৩১১	চাকুরি সম্পর্কীয় সামাজিক সুবিধাদি	৭,১৭,০০,০০০.০০
১০	৩৮২১১	অন্যান্য ব্যয়:	৭,৬০,৪৮,০০,০০০.০০
১১	৩৯১১১	রিজার্ভ	৩,২৬,০০,০০০.০০
১২	৪১১১	মূলধন ব্যয়	৬,২০,০০,০০০.০০
১৩	৭২১৫১	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রদত্ত ঋণ	৪,৪৩,৫০,০০০.০০
		মোট	৮,২৫,৫৯,৯০,০০০.০০

বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ব্যয় ৮,২৫,৫৯,৯০,০০০ টাকা

১০. উপসংহার :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন করে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপনসহ সময় সময়ে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গঠনকল্পে সৃজনশীল, দক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবিষ্যতেও আন্তরিকভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ

১১. বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৯

মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী
জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বিষয়ক পরামর্শসভায় মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন এম.পি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজের দরপত্র উন্মুক্তকরণ কার্যক্রম-২০১৯

SDG-4 বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বেসিক আইসিটি বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ।

বার্ষিক বনভোজন-২০১৯

www.nctb.gov.bd
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০